বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

সৃজনশীল প্রশ্নের মডেল উত্তর

বিষয় ঃ সমাজ বিজ্ঞান (২য় পত্র)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ ও সভ্যতা

মডেল প্রশ্ন ঃ ১

পাঠ: ০৮- সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে লৌহ যুগের প্রভাব।

উদ্দীপক:

নগরায়ন ও শিল্পায়নের বিকাশ > বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ > জাতীয় আয় ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি > জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয় কম >(?)

 # জ্ঞান:

★ উয়ারী বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত।
★ চাকার আবিষ্কার হয়- নব্যপ্রস্তর যুগে।
★ কৃষির আবিষ্কার হয়েছে- নব্যপ্রস্তর যুগে।
★ সোমবার বিহার- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর অবস্থিত।
★ হাইডেলবার্গ মানব- নিম্ন প্রস্তর যুগের প্রতিনিধি।

 # অনুধাবন:

★প্রত্নতত্ত্ব

প্রত্নতত্ত্ব শব্দের মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে। প্রত্ন ও তত্ত্ব। প্রত্ন শব্দের অর্থ হলো, পুরাতন বা প্রাচীন আর তত্ত্ব শব্দের অর্থ হলো অধ্যয়ন বা গবেষণাকর্ম বা পাঠ।
সুতরাং প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন, গবেষণা বা পাঠকে প্রতœতত্ত্ব বলে। ই.বি টেইলর বলেছেন, প্রতœতত্ত্ব হচ্ছে অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত পাঠ।
সহজভাবে বললে, প্রাচীন যুগের ইতিহাস যেহেতু লিখিত নেই। তাই প্রাচীন যুগ ও প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে জানতে সে যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার, বাড়িঘর ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা বা অধ্যয়ন করাকে প্রতœতত্ত্ব বলে।

★ ময়নামতি সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস:

ময়নামতি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অধ্যয়ন করলে জানা যায়, এখানকার অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার।
এখান থেকে পাওয়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, দেয়ালচিত্র গবেষণা করে জানা যায় এটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বিহার বা ধর্মকেন্দ্র।

 # প্রয়োগ: (গ)

উদ্দীপকে (?) নির্দেশিত স্থানে সভ্যতার বিকাশে লৌহ উপাদানকে নির্দেশ করে।

★ সভ্যতার বিকাশে লৌহ উপাদান:

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষ অনেক সময় অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে অনেক কিছু যেমন উৎপাদন করেছে তেমনি আবার পাথর ব্যবহারের পাশাপাশি তামা, ব্রোঞ্জ, লৌহা ইত্যাদি আবিষ্কার ও ব্যবহার করে জীবন ও জীবিকাকে অনেক সহজ ও উন্নত করেছে।
ধাতুর মধ্যে লৌহ ছিল শেষ দিকের আবিষ্কার। লৌহ আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, দালান কোঠা নির্মাণ ইত্যাদি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তাই লৌহ আবিষ্কার ও ব্যবহারের এই যুগকে লৌহ যুগ বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত, নগরায়ন ও শিল্পায়নের বিকাশ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ, জাতীয় আয় ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি, জন্মহার ও মৃত্যুহার কম এই বিষয়গুলো মূলত লৌহ যুগে সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের (?) চিহ্নিত স্থান লৌহ যুগকে নির্দেশ করে।

 # উচ্চতর দক্ষতা- (ঘ)

লৌহ আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি: আধুনিক যুগকে লৌহ যুগ বলা হয়। মানুষ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে লৌহ আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত অনেক কিছু উৎপাদন ও আবিষ্কার করলেও তা তাদের জীবন ও জীবিকাকে অধিকতর উন্নত করতে পারেনি। পরবর্তীতে তামা, দস্তা, ব্রোঞ্জ আবিষ্কারের পর লৌহ আবিষ্কার হলে মানুষের জীবন ও জীবিকা অনেক সহজ হয়ে যায়। লৌহ গলিয়ে নরম করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, কৃষি যন্ত্রপাতি, শিল্প কারখানায়, সিকিৎসার সরঞ্জাম সহ নানা ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এতে করে মানুষ দৈহিক শ্রমের তুলনায় চিন্তা ও গবেষণার সময় ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে নানান ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার , প্রযুক্তি আধুনিক যুগের সুত্রপাত করে। তাই লৌহকে আধুনিক যুগের মূল ভিত্তি বলা হয়।

<u>মডেল প্রশ্ন ঃ ২</u>

পাঠ- ১৮,১৯,২০ সিন্ধু সভ্যতা।

উদ্দীপক:

সুখেন দাস জীবিকার প্রয়োজনে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল লালন পালন করে। এর পাশাপাশি তার নিজস্ব জমিতে ধান,গম, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে থাকে। তার স্ত্রী সংসারের কাজের ফাঁকে স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করে থাকে যা তার কাছে খুবই পছন্দের কাজ।

 # জ্ঞান:

- ★ হাইডেলবার্গ মানব (জার্মানি) , জাভা মানব (ইন্দোনেশিয়া), পিকিং মানব (চিন) এরা নিম্ন প্রস্তর যুগের মানব বা মানুষ।
- ★ আগুনের আবিষ্কার হয়- উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগে।
- ★ ক্রোম্যাগনন মানব - উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানব বা মানুষ।
- ★ প্রাচীন প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ, উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগ।
- ★ নব্য প্রস্তর যুগের প্রধান আবিষ্কার হলো- চাকা, পশুপালন, কৃষিকাজ।

 # অনুধাবন:

★ নবপোলীয় বিপ্লব:

নব্য প্রস্তর যুগের সমাজ ও সভ্যতার ব্যাপক উন্নতি ও অগ্রগতিকে নবপোলীয় বিপ্লব বলা হয়।

এ যুগে মানুষ কৃষিকাজ, পশুপালন করে। এতে মানুষের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার বাড়িঘর নির্মাণ, নৌকা বানানো, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ইত্যাদির কারণে নানা ধরনের উৎপাদন বেড়ে যায়। অধিক উৎপাদনের ফলে বাজার ও শহর গড়ে ওঠে।

এ সময় সমাজ ও সভ্যতার ব্যাপক অগ্রগতি দেখা যায়। একে নবপোলীয় বিপ্লব বলা হয়।

 # প্রয়োগ (গ)

উদ্দীপকের সুখেন দাসের স্ত্রীর পছন্দের কাজটির সাথে সিন্ধু সভ্যতার সমাজ জীবনের ধর্মীয় দিকটি লক্ষ্য করা যায়।

★ সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় দিক:

সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। এটি এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে জানা যায়, এরা বিভিন্ন পশুপাখির মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। এ থেকে ধারণা করা হয়, এখানে পশুপতি শিবের পূজা প্রচলিত ছিল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যথা গাছ, নদী, পশু, সাপ ইত্যাদির পূজা করতো।

উচ্চতর দক্ষতা: (ঘ)

সুখেন দাসের পেশা সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি। আমি এই বক্তব্যের সাথে একমত।

★ সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: সিন্ধু সভ্যতা একটি নগর সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল।

এ সময়ে ধান, গম, ভুট্টা, ডার্লিং,যব ইত্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ফলে এসব বেচা বিক্রির জন্য বাজার বা শহর সৃষ্টি হয়। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কৃষি পন্য মিসর, মেসোপটেমিয়া, এশিয়ার সমগ্র অঞ্চল ও চীনে বেচাবিক্রি করা হতো। এছাড়া তাত শিল্পের বিকাশ ও সিন্ধু সভ্যতায় লক্ষ করা যায়।

(সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় পাঠ্য বই থেকে পড়ে নিবে)

<u>মডেল প্রশ্ন ঃ ৩</u>

পাঠ- ৪,৫,৬ প্রাচীন প্রস্তর যুগ/ নব্য প্রস্তর যুগ।

উদ্দীপক:

অহন ও সিফাত দুই ভাই একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। একদিন অহন সিফাতকে বলল, " সিফাত জানিস পৃথিবীতে এক সময় এমন একটি যুগ ছিল, যে যুগে প্রত্যেকটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। অর্থাৎ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্য ও উপকরণ গ্রামের মানুষজন নিজেরাই উৎপাদন করতো। সে যুগের মানুষ কৃষি আবিস্কারের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে প্রকৃতিকে বসে আনতে সক্ষম হয়।

জ্ঞান:

★ নব্য প্রস্তর যুগে উৎপাদনের মূল উপকরণ ছিল, জমি।

★ লৌহের প্রচলন শুরু হয়, স১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

অনুধাবন:

★ ব্রোঞ্জ যুগ:

পাথরের যুগ ও লৌহ যুগের মধ্যবর্তী যুগকে বলা হয় লৌহ যুগ। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ অব্দে নিকট প্রাচ্যে ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা হয়। ব্রোঞ্জ দিয়ে অলংকার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র তৈরি করা হতো।

লৌহ আবিষ্কারের সাথে সাথে লৌহ যুগের শুরু হলে ব্রোঞ্জ যুগের অবসান ঘটে।

প্রয়োগ-(গ)

উদ্দীপকের অহন নব্য প্রস্তর যুগের বর্ণনা দিয়েছে।

★ নব্য প্রস্তর যুগ:

আমরা মানুষের পাথর বা প্রস্তর ব্যবহারের যুগকে প্রস্তর যুগ বলি।

এই সময় ধাতু যেমন; তামা, দস্তা, লৌহ এসবের আবিষ্কার হয়নি।

প্রস্তর যুগকে আবার দুভাগে আলোচনা করা হয়েছে। যথা, প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যুগ।

নব্য প্রস্তর যুগ হলো পাথর যুগের শেষ অবস্থা । যখন মানুষ কৃষিকাজ করতে শিখেছে। পশুপালন করতে শুরু করেছে। এই সময় কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে বাজার বা শহরের সৃষ্টি হয়। এ যুগের মানুষের জীবন ও জীবিকা দুটোই অগ্রগতি বা উন্নতি লাভ করে। উদ্দীপকে আলোচিত এ যুগকে নব্য প্রস্তর যুগ বলা হয়।

উচ্চতর দক্ষতা: (ঘ)

হা, আমি মনে করি, বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নব্য প্রস্তর যুগ বা নবোপলীয় বিপ্লবের অবদান রয়েছে।

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের আবিষ্কার ও অবদান: (আগের আলোচনা থেকে ও নবপোলীয় বিপ্লব থেকে আলোচনা করে এসময়ের আবিষ্কার ও অবদান গুলো ব্যাখ্যা করবে।)

<u>মডেল প্রশ্ন ঃ ৪</u>

পাঠ- ১২,১৩- মহাস্থানগড়।

উদ্দীপক:

লোকমান প্রতিবছর বগুড়ায় অবস্থিত শাহ সুলতান বলখি মাহিসাওয়ার (র:) এর মাজার শরীফ জিয়ারত করেন। এই মাজার এলাকাতেই একসময় বাংলাদেশের প্রাচীন একটি সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত সে সভ্যতার প্রধান নগরে থাকতেন নরপতি পরশুরাম। শাহ সুলতান বলখি তাকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেন।

 # জ্ঞান:

★ প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়, এশিয়া মাইনরে।
★ উয়ারী বটেশ্বরের প্রাচীন নাম ছিল সোনাগড়া।
★ মহাস্থানগড়ের আরেক নাম পুন্ড্রনগর ও পুন্ড্রবর্ধন।
★ উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহার হলো সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার।
★ মহাস্থানগড়ের শেষ নরপতি, পরশুরাম।

 # অনুধাবন:

★ প্রস্তর যুগ:

মানুষ যে যুগে পাথর বা প্রস্তর ব্যবহার করেছে। অন্য কোন ধাতু যেমন, তামা লোহা আবিষ্কার হয়নি। সে সময়ের যুগকে প্রস্তর যুগ বলা হয়।

এটি দুটি প্রকারে আলোচনা করা হয়। ১. প্রাচীন প্রস্তর যুগ ২. নব্য প্রস্তর যুগ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগকে আবার তিনটি ভাগে আলোচনা করা হয়েছে। ১. নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগ ২. মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ ৩. নব্য প্রাচীন প্রস্তর যুগ।

প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন না করে বরং খাদ্য সংগ্রহ করে যাযাবর জীবন যাপন করতো। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদন করে বাড়িঘর নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাস শুরু করে।

 # প্রয়োগ: (গ)

উদ্দীপক দ্বারা যে সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা হলো মহাস্থানগড় । (মহাস্থানগড় সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাঠ্য বই থেকে নিবে।)

 # উচ্চতর দক্ষতা: (ঘ)

★ মহাস্থানগড় সভ্যতার সমাজ ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

প্রাচীন সকল সভ্যতা আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ইতিহাস, সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে।

কোন মানুষ বা জাতি একটা সময়ে পৃথিবীতে এসে সব তৈরি করে বা আবিষ্কার করে এমনটা নয়। বরং পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে নেয়া বিভিন্ন শিক্ষা, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে সমাজ ও জীবনকে পরিচালিত করে। এবং নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করে।

একিভাবে মহাস্থানগড় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ অধ্যয়ন করে আজকের প্রজন্মের সবাই আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের উৎপাদন কৌশল ও নির্মাণ কৌশল দেখে নিজদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করতে পারবে। একিসাথে নিজেদেরকে সংগ্রাম ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আরো বেশি উন্নত করার অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

অতএব উল্লিখিত আলোচনা থেকে বলা যায়, মহাস্থানগড় সভ্যতার সমাজ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক।

<u>মডেল প্রশ্ন ঃ ৫</u>

পাঠ- ১০,১১,১৪-১৭ উয়ারী বটেশ্বর, পাহাড়পুর, ময়নামতি।

উদ্দীপক:
মিথিলা মায়ের সাথে তার নানার বাড়িতে বেড়াতে যায়।
পাশেই একটি ঐতিহাসিক নগরী। যেখানে প্রতিদিন অনেক লোক দেখার জন্য ভিড় করে। মিথিলা জানতে পারে এটি গর্ত বসতি ও সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে সুপরিচিত।

 # জ্ঞান:

★ লাঙল আবিষ্কার হয়, প্রস্তর যুগে মতান্তরে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে।

★ শালবন বিহার ও কুটিলা মোড়া, আনন্দ বিহার, ময়নামতিতে অবস্থিত।

 # অনুধাবন:

ময়নামতি: এটি কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধ বিহারের জন্য এই সভ্যতা সুপরিচিত। এখানে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কুটিলা মোড়া এসব ঐতিহাসিক স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এটি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিহার ও ধর্মকেন্দ্র।

(পাঠ্য বইয়ে সুন্দর আলোচনা আছে। অন্তত ৫/৭ তথ্য আলাদা বাক্যে লিখবে)

★ পাহাড়পুর: উপরে আলোচনা করা হয়েছে। (পাঠ্যবই থেকে অন্তত ৭/৮ তথ্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করো)

 # প্রয়োগ:(গ)

উয়ারী বটেশ্বর (গর্ত বসতি):

উয়ারী বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুটি গ্রামে অবস্থিত। এটিই এদেশের প্রাচীন সভ্যতা যেখানে মানুষ গর্ত বসতি গড়ে তুলেছিল। এটি একি সাথে একটি দূর্গ বসতি ছিল। (এখানে কি আবিষ্কার হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করবে।

নগরটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত ছিল বলে ভারতের আসামের সাথে ও একি সাথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়।

 # উচ্চতর দক্ষতা:

★ উয়ারী বটেশ্বর সভ্যতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব:

উপরে আগের প্রশ্নে একি রকম একটা উত্তর সাজিয়ে লেখা হয়েছে। উক্ত উত্তরের সাথে মিলিয়ে উয়ারী বটেশ্বর সভ্যতার গুরুত্ব লিখবে।